মহম্মদ আলি পার্কের পূজো উদ্বোধনে উপস্থিত সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।- নিজস্ব চিত্র

শেওড়াফুলি রাজবাড়ির পুজো প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে চলছে, মা কাত্যায়নী রূপে

বনস্পতি দে, হুগলি, ১০ অক্টোবর ঃ কালের নিয়মে এখন দুর্গাপুজোয় পশু বলি ও নীলকন্ঠ পাখি ওড়ানো বন্ধ। হুগলির শেওড়াফুলির রাজবাড়ীতে পুরানো নিয়ম মেনে কৃষ্ণ নবমীর দিন থেকে এখানে মায়ের পুজো শুরু হয়। রাজবাড়ির অষ্টধাতুর মা দুর্গা কাত্যায়নী রূপে। এই দুর্গার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মায়ের বাহন থাকলেও লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকে না। মা কাত্যায়নীকে পুজোয় কোনো রান্না করা ভোগ নিবেদন করা হয় না। সকালের পুজোয় এক কেজি আতপ চালের নৈবেদ্য ও ফল দেওয়া হয়, সন্ধ্যাবেলায় এক কেজি ময়দার লুচি ফল- মিষ্টি দেওয়া হয়। পরিবারের এক সদস্য জানালেন, শেওড়াফুলির রাজা মনোহর রায়ের আদি বাড়ি বর্ধমানের পাটুলিতে। বাংলার ১১০০ সালে তিনি বর্ধমান থেকে শেওড়াফুলিতে এসে বাস করতে শুরু করেন। জানা যায় যে সে সময়ে জল সংকট কাটাতে প্রজাদের জন্যে রাজার নির্দেশে আটিসাড়া গ্রামে একটি পুকুর কাটার কাজ শুরু হয়। পুকুর খোঁড়ার সময়ে রাজাকে মা স্বপ্ন দিয়ে বলেন ওই পুকুরের নিচে মা চাপা পড়ে আছেন , এরপর ওই পুকুরের মাটি খুঁড়ে কাত্যায়নী রূপে অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি পাওয়া যায় তারপর সেই মূর্তি নিজের বাড়িতে এনে ১১৪১ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ মা কাত্যায়নীকে শেওড়াফুলির রাজবাড়ির মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তারপর থেকে প্রত্যেকদিন এই পুজো হয়ে আসছে। পরিবার থেকে আরও জানা গেল শেষ রাজা হরিশচন্দ্রের কোনো সন্তান ছিল না, তিনি আত্মীয়দের থেকে দত্তক নিয়েছিলেন। বড় ছিলেন যোগচন্দ্র তার বংশধররা বড়, পূর্ণচন্দ্র ছোট ছিলেন। রাজবাড়ীর বড়পক্ষের বংশধর আশিস ঘোষের বক্তব্য, প্রথা মেনে এবার কৃষ্ণ নবমীর দিন সকালে রাজবাড়ীর গঙ্গার ঘাট থেকে ঘটে এনে পুজো শুরু হয়, দশমী পর্যন্ত বিশেষ ঘটে মায়ের পুজো হয়। আগে এখানে মহিষ বলি হত, ছাগ বলি হত, মায়ের স্বপ্নাদেশে পশু বলি বন্ধ, এখন কুমড়ো বলি হয়। নীলকন্ঠ পাখি ওড়ানো বন্ধ। এখনও পুজোয় কয়েক হাজার মানুষ আসে, ভোগ নেয় তারা। আত্মীয় -স্বজনরা বাইরে থেকে আসে। এখন কমেছে জৌলুস, প্রথা সব মানা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাড়ল ২০১৯-র সরকারি ছুটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে আগামী বছর রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের আরও চারদিনের ছুটি বাড়ল। যদিও তা এবছরের চেয়ে কম। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী বছর হিসেবে সরকারি কর্মচারিদের প্রাপ্য ছুটি রয়েছে ২৭ দিন। কিন্তু এত কমে খুশি নন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁর নির্দেশে, সামনের বছর ছুটির সংখ্যা বেড়ে হল ৩১। তবে এবছর সরকারি কর্মচারিদের ছুটির দিন সংখ্যা ছিল ৩৫ টা। 'যে সমস্ত ছুটি রবিবার পড়েছে, সেই সমস্ত ছুটি সোমবার দেওয়া হোক। রবিবার তো হকের ছুটি, তার জন্য প্রাপ্য ছুটি মার যাবে কেন!' আগামী বছরের সরকারি ছুটির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে এমনই মত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি সরকারি কর্মচারিদের ছুটি দেওয়ার পক্ষে। তাঁর কথায় 'আমি তো আগামী বছরের ছুটির ক্যালেন্ডার আজই তৈরি করলাম। কারণ আমি একটু আগে থেকেই কাজ করি। দেখলাম এ বছরে মোট ৩৫ দিন ছুটি পড়েছে। আগামী বছর কয়েকটা রবিবার পড়ে গিয়েছে বলে ওটা কমে ২৭ হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের পক্ষে বলে, ২৭ থেকে আরও চার বাড়ালাম। অনেক টেনেটুনে ৩১ করলাম'। নবান্ন সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দুপুরে ক্যাবিনেট বৈঠকের পরে মুখ্যসচিবের সঙ্গে রুটিন আলোচনায় বসেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনার বিষয় ছিল, আগামী বছরের সরকারি ছুটির তালিকা তৈরি। প্রতি বছরই অক্টোবর মাসে ঠিক করা হয় আগামী বছরের ছুটির তালিকা। এবছরে সেই হিসেব করতে গিয়ে দেখা যায়, ২০১৯ সালে সমস্ত উৎসব-পার্বণ মিলিয়ে মোট সরকারি ছুটির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২৭। অর্থাৎ এই বছরের চেয়ে আট দিন কম। আগামী বছর বেশ কয়েকটি নির্ধারিত উৎসবের দিন শনি বা রবিবার পড়ার কারণে মোট ছুটির সংখ্যা কমে গেছে। যেমন - প্রজাতন্ত্র দিবস পড়েছে শনিবার, সরস্বতী পুজো রবিবার, পয়লা বৈশাখ রবিবার, রাখী পূর্ণিমা পড়েছে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন, কালীপুজো ও মিলাদ উন নবি রবিবার ইত্যাদি। এমনকি জামাই ষষ্ঠীর দিন যে হাফ ছুটি হয়ে যায় নবান্নে, তাও পড়েছে শনিবার। এ কথা শুনেই ছুটি বাড়ানোর উপায় বাতলে দেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ মতোই আগামী বছরের কালীপুজো-সহ যে চার দিন প্রাপ্য ছুটি রবিবার পড়েছে তার বিকল্প ছুটি দেওয়া হবে পরের দিন সোমবার। ফলে আগামী বছরের মোট ছুটির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২৭ থেকে ৩১।

তিতলি-র জেরে হাওড়ার পূজো উদ্যোক্তারা চিন্তিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার সকালের দিকেই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার কথা তিতলি। এর জেরে হাওড়া জেলাতেও কোথাও কোথাও ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আর তাতেই মাথায় হাত হাওড়া জেলার পুজো উদ্যোক্তাদের। হাওড়া শহরে জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। গত বছরও বৃষ্টিতে অনেক পুজো মন্ডপে জল ঢুকে যায়। এবারেও বৃষ্টির পুর্বাভাস পেয়ে চিন্তায় পড়েছে পুজো মন্ডপ গুলি। হাওড়া শহরের উত্তর থেকে দক্ষিন সর্বত্রই দুর্গাপুজো হয়। হাওড়া ময়দান সংলগ্ন পঞ্চাননতলা রোডের পাগলা ফৌজ কিম্বা অন্নপুর্না ব্যায়াম সমিতির মতো পুজো মন্ডপ গুলিতে এর আগেও বৃষ্টিতে জল জমে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। তাই রীতিমতো পুজো উদ্যোক্তারা চিন্তায় পড়ে গেছেন ঝড় বা বৃষ্টি হলে কিভাবে সামাল দেবেন। সালকিয়া শান্তি সঙ্ঘের জয় ঘোষ বলেন, তারা ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস পেয়েই আগাম সতর্কতা নিয়েছে বেশ কিছু। পর্যাপ্ত ত্রিপল জোগাড় করে রেখেছে। তাদের ক্লাবের বেশ কিছু ছেলেকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে যে কোনও ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায়। হাওড়া পুরসভাকেও আগাম চিঠি দিয়ে জানিয়ে রাখা হয়েছে কোনও বিপর্যয় হলে যাতে পুরসভার বিপর্যয় মোকাবিলা দল দ্রুত এলাকায় এসে সহযোগীতা করতে পারে। আর এক কর্মকর্তা অজয় দে বলেন,এর আগেও তাদের পুজোর সময় এ ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই এ বারেও তারা এমনিতেই আগে থেকে আগাম সতর্কতা নিয়ে রেখেছে। তবে ঝড় টা কতো গতিতে আসবে কি হবে সেটা তো আগাম বোঝা যাচ্ছে না। তাই তারা আগে থেকেই এই বিষয়ে সবরকম পরিস্থিতি ভেবেই এগোচ্ছেন। মন্ডপেও শক্ত বাঁশ দিয়ে বাঁধা হয়েছে যাতে ঝড়ে না পড়ে যায়। বামুনগাছি সম্মিলনী ক্লাবের সম্পাদক অরবিন্দ দাস বলেন,এত টাকা খরচ করে মন্ডপ ও প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। ঝ। বৃষ্টির পূর্বাভাস নিয়ে তারা রীতিমতো চিন্তায় আছেন। তবু ক্লাবের পক্ষ থেকেও কিছু সতর্কতামুলক ব্যাবস্তা নেওয়া হচ্ছে। পুজো কমিটি গুলির পাশাপাশি মন্ডপ শিল্পীরাও খুব চিন্তায় আছেন। এক শিল্পী গৌতম চক্রবর্তী বলেন, প্রায় তিন মাস ধরে অনেক মেহনত করে মন্ডপ ও প্রতা সাজিয়ে তুলেছেন। যদি এভাবে বৃষ্টিতে সাধারন মানুষই যদি সেই কাজ দেখতে না পায় তাহলে এত প্রচেষ্টাই বেকার হয়ে যাবে। একই সঙ্গে উদবেগে শহরের মানুষ। তারা মা দুর্গা দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন যেন বৃষ্টি বা ঝড় না হয়। হাওড়া পুরসভার মেয়র পারিষয় বিভাষ হাজরা বলেন, দুর্গাপুজো বাঙালিদের সব থেকে ব। ও শ্রেষ্ট উৎসব। তাই পুরসভার পক্ষ থেকে তারা আগাম সতর্কতা নিয়ে রেখেছেন। তা সত্তেও চিন্তা হচ্ছে ঝড়ের তীব্রতা কতোটা হবে। পুর কর্মীরা সক্রীয় নজরদারী রাখছে। এছাড়া পাম্পিং স্টেশন গুলিকেও সচল রাখা হয়েছে। হাওড়া পুরসভার মেয়র ডাক্তার রথীন চক্রবর্তী বলেন, পুরসভা সব রকম ব্যাবস্থা রেখেছে যে কোনও রকম পরিস্থিতি মোকাবিলায়। পুরসভার বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদেরও প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লেদার কমপ্লেক্সের ট্যানারিতে আগুন, দমকলের ৭টি ইঞ্জিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের একটি তিনতলা ট্যানারিতে বুধবার দুপুরে বিধ্বংসী আগুন লাগে। ঘটনায় ওই ট্যানারির দুই শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতের নাম রিঙ্কু মণ্ডল ও সাগর দাস। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয়রাই প্রথমে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখান থেকে কলকাতা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাদের শরীরের অনেকখানি অংশ পুড়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনার পর দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তবে এই ঘটনার জেরে পার্ক লেদার নামে ওই ট্যানারির দ্বিতীয় তলাটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ আচমকা বাসন্তী হাইওয়ের পাশে থাকা বানতলা চর্ম নগরীর দু নম্বর গেটের কাছে থাকা পার্ক লেদার নামে একটি চামড়া কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। আগুন লাগে কার্যত ট্যানারিটির দ্বিতীয় তলায়। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান, কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশী ছিল যে মুহূর্তে আগুন সমস্ত তলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশী ছিল যে তা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আরও চারটি ইঞ্জিন আসে ঘটনাস্থলে। টানা দু ঘণ্টার বেশী সময় ধরে চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এই ঘটনার জেরে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে। তবে কিভাবে আগুন লাগলো তা এখনো পরিস্কার নয়। দোতলার ঘরে ট্যানারির কাজে লাগা প্রচুর রাসায়নিক মজুত ছিল। সেখানে স্টোভ জ্বলছিল, সেই সময় স্টোভ ফেটে আগুন লাগে। তবে বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

সুন্দরবনে রায়মঙ্গলের পাড়ে তৈরী হলো কংক্রিটের বাঁধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ১০ অক্টোবর ঃ সুন্দরবনের মতো নদীমাতৃক অঞ্চলে যেখানে পূর্বে মাসে এক থেকে দুবার বাঁধ বিপর্যয় ঘটত, সেখানে ২০১১ সালে বাংলার মসনদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসার পর এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশে বর্তমানে বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে হাটগাছা থেকে গোরামারি অবধি প্রায় তিন কিলোমিটার কংক্রিটের বাঁধ নির্মিত হয়েছে। যা নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এর ফলে উপকৃত হয়েছে খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রামের প্রায় ৫০০০ মানুষ। এই কাজের অগ্রগতিতে যোগ্য সঙ্গত করেছেন খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সত্যজ্যোতি সান্যাল। যেখানে বাম আমলে নদী বাঁধ পাকা হওয়া তো দূরস্ত, কোন মেরামত হয়নি। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনের অধিবাসীদের আগলে রাখার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নেন নদীবাঁধ পাকা করে এলাকার মানুষের জীবনকে সুরক্ষিত করার। আগে বর্ষার মরসুমে রায়মঙ্গলের জল ফুঁসে উঠলেই নদীবাঁধ তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ত এবং তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটিকেও নদী গ্রাস করত। সেখানে বর্তমানে পাকা বাঁধ হওয়ায় খুলনা , হাটগাছা, শিতুলিয়া সহ বহু গ্রামের মানুষ আজ নিরাপদ জীবনযাপন করছে। গ্রামবাসীরা এই নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপন করার জন্য জনদরদী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

সিনেমা হলের মালিকানা নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে খুন দাদা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ১০ অক্টোবর ঃ বসিরহাট পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের ঘটনা। মৃত বসিরহাট থানার বাসিংদা জয়দেব দাস (৫৮) পেশায় টোটো চালক। বসিরহাটের একটি নামী সিনেমাহলের মালিকানার দখল নিয়ে ঝামেলা। দাদা এবং ভাইদের মধ্যে দীর্ঘদিনের গন্ডোগোল। সোমবার রাতে গন্ডগোল চরম আকার ধারণ করে। ভাই পিন্টু দাস দাদা জয়দেব দাসকে বেধড়ক মারধর করে। অসুস্থ অবস্থায় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় জয়দেব দাসের। মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকার লোক ক্ষোভে ফেটে পড়ে, অভিযুক্তের শাস্তির দাবি জানায়। মৃতের ছেলে তপন দাস তার কাকার বিরুদ্ধ বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাকে বসিরহাট কোর্টে হাজির করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে নেমে পুলিশের অনুমান সম্পত্তি হাতাতেই এই খুন।

খাবারের গুণমান যাচাইয়ে পুরসভার বিশেষ অভিযান শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ পুজো উপলক্ষ্যে শহরে খাবারের গুণমান যাচাই করতে কলকাতা পুরসভা আজ থেকে বিশেষ অভিযান শুরু করলো। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ এদিন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের নিয়ে ধর্মতলা ও পার্কস্ট্রিট চত্বরের পাঁচতারা হোটেল থেকে শুরু করে বড় রেস্তোরাঁগুলিতে অভিযান চালান। হোটেল, রেস্তোরাগুলির রান্নাঘর পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা নিয়ামক সংস্থার নির্দেশিকা মেনে কাঁচা সবজি, মাছ, মাংস ও রান্না করা খাবার সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখেন। একটি নাম করা হোটেলের রান্নাঘরের অবস্থা দেখে তিনি অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট হোটেলের রান্নাঘর অপরিস্কার থাকার জন্য হোটেল মালিককে তিনি সতর্ক করে দেন। সাতদিন পর ওই হোটেল আবার পরিদর্শন করবেন পুরখাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকরা। অবস্থার উন্নতি না হলে ওই হোটেলের বিরুদ্ধে কেংদ্রের খাদ্য সুরক্ষা বিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে অতীন বাবু জানান। আগামীকাল কাকুরগাছি থেকে অভিযান শুরু হবে। বাইপাসের ধারের বিভিন্ন হোটেল রেস্তোঁরাগুলিতে অভিযান চালানো হবে।

তাজা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, চাঞ্চল্য

গোপাল রায়, আরামবাগ, ১০ অক্টোবর ঃ বুধবার সকালে তাজা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোঘাটে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল ৬ টা নাগাদ গোঘাট থানার লকুণ্ডা গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দশ টি বোমা -একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি ছুরি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , পিস্তল, গুলি, বোমা এবং ছুরি, ওই ব্যক্তির সুশীল দাসের বাড়িতে মজুত আছে বলে প্রথমে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয় । তাঁর পরে গ্রামবাসীরা তাকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় । সুশীল দাসের বাড়ির এলাকা থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সুশীল দাসকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানায় নিয়ে যায় । সুশীল দাস কোন রাজনীতিতে যুক্ত নয় তাহলে কোথা থেকে এই আগ্নেযাস্ত্র অস্ত্র পেয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে ও তদন্ত শুরু করছে।

উৎসবের দিনগুলিতে বিশেষ কন্ট্রোল রুম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ আসন্ন উৎসবের দিনগুলিতে রাজ্যজুড়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু করেছে। পুজোয় টানা ১৬ দিন সরকারি দপ্তরে ছুটি থাকলেও নবান্নে চালু হওয়া ওই বিশেষ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে সাধারণ মানুষ কোন সমস্যায় পড়লে সাহায্য চাইতে পারবেন। এইজন্যে একজন যুগ্ম সচিব পর্যায়ের আধিকারিকের নেতৃত্বে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তরে চালু হওয়া কেন্দ্রীয়ভাবে ওই কন্ট্রোল রুম রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। ১০৭০ নম্বরে ফোন করে ওই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

স্বরূপনগরে চার'শ গ্রাম সোনা সহ ধৃত ১

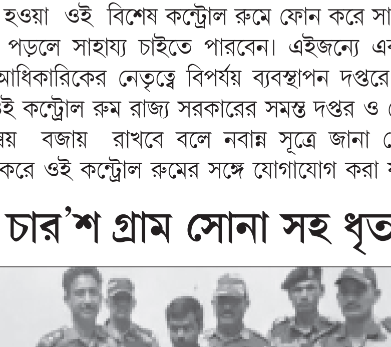

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ১০ অক্টোবর ঃ পাচারের আগে ৪০০গ্রাম সোনা উদ্ধার হল বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর সীমান্তে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ হাকিমপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় হাটের মধ্যে সোনা পাচার হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় বি এস এফের ৭৬ নং ব্যাটেলিয়নের আধিকারিক ও জওয়ানরা। পাচারকারীদের মধ্যে একজনকে আটক করেছে বি এস এফ, ধৃতের নাম রমেশ চন্দ্র সরকার। বাড়ি বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার নিত্যানন্দকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের খলসী গ্রামে। এই পরিমাণ সোনার বাজার মূল্য প্রায় ৫০লক্ষ টাকা । বাজেয়াপ্ত ৪০০ গ্রাম সোনা তেঁতুলিয়ার শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

চলন্ত মেট্রোয় তরুণীর শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার ১০ যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ ফ্যাশন ডিজাইনের ক্লাস শেষে আমি রোজই এসপ্ল্যানেড থেকে মেট্রো ধরি। এক এক দিন এক এক সময়ে। কিন্তু, সেই মেট্রোতেই যে এমন অভিজ্ঞতা হবে স্বপ্নেও কোনও দিন ভাবিনি। মঙ্গলবার আমার সঙ্গে যা হল, তার পর মেট্রোতে উঠতেই ভীষণ ভয় লাগছে। তখন বিকেল ঠিক চারটে। কবি সুভাষগামী একটা এসি মেট্রো এসে দাঁড়ায় এসপ্ল্যানেড স্টেশনে। তেমন একটা ভিড় ছিল না। আমার পিছনে বেশ কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরাও ওই মেট্রোতেই ওঠে। ওদের সকলের বয়স ২০-২৫ বছর হবে। কিন্তু, ওঠার পর থেকেই ওরা রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে আমাকে। এমন ভাব, যেন ভিড়ের চাপ সামলাতে না পেরে গায়ে এসে পড়ছে। কিন্তু, অতটা ধাক্কাধাক্কি করা বা গায়ে এসে পড়ার মতো ভিড় মোটেই ছিল না। আমি একটা পাশে সরে দাঁড়াই। তার পরেও দেখি একটা ছেলে রীতিমতো গায়ে এসে পড়ছে। খুব অস্বস্তি হতে থাকে। তাই কথাটা না বলে পারিনি- 'কী হল, সুস্থ ভাবে দাঁড়াতে পারছ না? গায়ে পড়াটা এতই দরকার?' আর ঠিক তখনই পিছন থেকে একটা ছেলে মন্তব্য করল, ''এটা মেট্রো। এখানে অনেক কিছু হতে পারে।'' ওই কথাবার্তা শুনে সামনে বসে থাকা এক বয়স্ক ভদ্রলোক আমাকে বললেন, ''ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে না। ছেড়ে দাও। আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি। তুমি এসে বসো আমার জায়গায়।'' উনি উঠে গিয়ে আমাকে জায়গাটা দেন। আমি বসে পড়ি। কিন্তু, তাতেও পরিস্থিতি বদলায়নি। নানা রকমের অশালীন মন্তব্য উড়ে আসছে। তখন দেখলাম, ওরা সংখ্যায় ১০ জন। মেট্রোয় ভর্তি লোকজন। ওরা কি অবলীলায় খারাপ খারাপ মন্তব্য করে যাচ্ছে আমাকে! আশপাশে কত জন দাঁড়িয়ে, বসে। অথচ একটা কেউ কোনও কথা বলছেন না! ওদেরকে কিছু বলা তো অনেক দূরের ব্যাপার। এক একটা স্টেশন পার হচ্ছে, ওদের অসভ্যতার মাত্রা যেন ক্রমশ বাড়ছে। ওদের উল্টোপাল্টা কথা, নোংরা শব্দ, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী- একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। আশপাশের সকলের কানে যাচ্ছে সে সব, অথচ, এক জনকেও এগিয়ে এসে ওদের কিছু বলতে দেখলাম না। আমি আর বসে থাকতে পারছিলাম না। নামার কথা ছিল শহিদ দরামে। কিন্তু, মহানায়ক উত্তমকুমারেই নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু নামব কী! ওদের এক জন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য এক জন আমার পাশে! তখনও কিছু বলিনি। চুপচাপ ছিলাম। ভাবলাম, ওরা সরে গেলেই নামব। আর ঠিক তখনই পিছন থেকে খুব বাজে একটা শব্দ ভেসে এল আমার উদ্দেশ্যে। তাকিয়ে দেখলাম, ওদেরই এক জন। আমি তাকাতেই সে ওই শব্দটা ফের উচ্চারণ করে বলল, ''এই সরে যা! নামতে দে ওকে।'' নামতে যাব, দেখি আমার হাতের শপিং ব্যাগটা কে যেন টেনে ধরেছে। আমাকে নামতেই দেবে না তবে! খুব রাগ হয়ে যায়। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে একটা চড় মারলাম। তার পর কোনও রকমে ওর হাত থেকে ব্যাগটা ছাড়িয়ে আমি মেট্রো থেকে নামি। ওরাও নেমে পড়ল মেট্রো থেকে। এ বার প্ল্যাটফর্মের উপরেই আমাকে ঘিরে ধরল ওরা। ভাবটা এমন, যেন আমাকে মারবে! সে কী হাবভাব ওদের। এমন সময়ে দেখি, মেট্রো স্টেশনের কর্মীরা ছুটে আসছেন। তাঁদের মধ্যে এক জন আমাকে বাঁচান। পরে জেনেছি, ওঁর নাম পার্থ। ওঁর জন্যই আমি ওই ১০টা ছেলেকে গ্রেফতার করাতে পেরেছি। উনি এসে আমাকে ওই ১০টা ছেলের সঙ্গে নিয়ে যান স্টেশন মাস্টারের ঘরে। খবর দেওয়া হয় মহিলা পুলিশকে। এক জন আসেন। তিনি আমার কাছে ঘটনাটা শোনেন। এর পর ওঁদের তরফে রিজেন্ট পার্ক থানায় জানানো হয়। সেখান থেকে অফিসাররা আসেন। ওঁরা ফের পুরো ঘটনার কথা শোনেন। সবাইকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের তরফে আমাকে বলা হয়, যদি ওদের শাস্তি দিতে হয় তবে আমাকে লিখিত অভিযোগ করতে হবে। আমি সেটাই করি। তার ভিত্তিতে ওই ১০টি ছেলেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর পর আমি রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরি। কিন্তু, একটা ভয় করছে। আসলে, ক্লাসে যাওয়ার জন্য তো রোজই মেট্রোয় উঠতে হবে! ক্লাস না হয় ছেড়েই দিলাম, শহরে থেকে মেট্রোতে আর চড়ব না এমনটা বলা তো সহজ নয়! কিন্তু, কী করে চড়ব! আশপাশের একটা মানুষও যদি পাশে দাঁড়াতেন, তা হলে ব্যাপারটা এত দূর এগোতোই না। মনে এতটা ভয়ও হত না। একটা সাপোর্ট পেতাম হয়তো! এখানে শুধু কয়েক জন মেট্রো আর রেলকর্মীকে সক্রিয় হতে দেখলাম। ওঁদের জন্যই ১০টা ছেলে গ্রেফতার হল। আমি ওই ছেলেগুলোর শাস্তি চাই। ওরা যাতে ভবিষ্যতে অন্য কারও সঙ্গে এই ব্যবহারটা না করতে পারে। আজকে আমার সঙ্গে হয়েছে, আমি প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু এখনও অনেক মেয়ে আছে, যারা চুপ করে তাকে। কিছু বলতে পারে না। আমি তাদের একটা অনুরোধ করব, এ রকম পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদেরকেই রুখে দাঁড়াতে হবে।

প্রকাশনা বিভাগ আয়োজিত 'মহাত্মার ১৫০ বছর' অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের চরকা চালানো শেখানো হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন প্রকাশনা বিভাগের উদ্যোগে আজ সংস্থার কলকাতার দপ্তরে 'মহাত্মার ১৫০ বছর' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধী গ্রামোদ্যোগ সেবা সংস্থানের সদস্যরা স্কুল পড়ুয়াদের চরকা চালানোর পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'মন কি বাত' ও অন্য বহু অনুষ্ঠানে চরকার ওপর আলোকপাত করেন এবং দেশবাসীকে খাদি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। খাদি ক্ষেত্রের ওপর দেশের বহু দরিদ্র কৃষক ও তাঁতিরা নির্ভর করে থাকেন। তাই খাদির ব্যবহার বাড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে খাদি ও চরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মহাত্মা গান্ধী চরকা ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী গ্রামোদ্যোগ সেবা সংস্থান একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে চরকার ব্যবহার ও দেশীয় তুলো থেকে বস্ত্র তৈরির বিষয়ে সচেতনতা প্রসারের কাজ করে থাকে। সংস্থার পক্ষে শ্রী অরুপ রক্ষিত জানান, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে বহু তুলো চাষি বিটি তুলোর পরিবর্তে জৈব তুলোর চাষ করে থাকেন। জৈব তুলোর চাষে জলের প্রয়োজন পড়ে কম এবং উন্নতমানের বস্ত্র তৈরি করাও সম্ভব হয়। বর্ধমানের বেশ কয়েকজন তাঁতি ওয়ার্ধা-য় বোনা সুতো দিয়ে খাদি বস্ত্র তৈরি করেন বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়। এরজন্য মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলার কৃষকদের কাছ জৈব তুলো আমদানি করা হয়। এরপর তামিলনাড়ুর ইরোডে প্রাকৃতিক ডাই দিয়ে কাপড় রঙ করা হয়। মহাত্মা গান্ধী গ্রামোদ্যোগ সেবা সংস্থানের পক্ষ থেকে শ্রী অরুপ রক্ষিত জানান যে, তাঁরা মূলত দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী করে থাকেন, যাতে খাদি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। তিনি জানান যে, তথ্যপ্রযুক্তি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির কর্মীদের চরকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যও তাঁরা ডাক পেয়ে থাকেন। চরকায় সুতো বোনার এই পদ্ধতি মনোনিবেশ তীক্ষ্ণ করতে সাহায্য করে বলে অনেকেই দেশের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের প্রশিক্ষণ নিতে ইদানিং আগ্রহ প্রকাশ করছেন বলে শ্রী রক্ষিত জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী চিন্ময় চক্রবর্তী ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের একাধিক উচ্চপদস্হ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এবারের পুজো হোক একটু ট্রাডিশনাল বললেন অগ্নিমিত্রা পল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ নিজেকে অপরূপা করে তুলতে চায় সবাই। অপরূপা হতে গেলে মেনে চলতে হবে পুজোর ফ্যাশন। আর, পুজো মানেই সাজগোজের একগুচ্ছ পশরা নিয়ে চলে পূজোর ফ্যাশনের ভাবনা। তাই পুজোর ফ্যাশন মানেই ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পল, তাঁর থেকেই জেনে নেওয়া যাক এবারের পূজোর ফ্যাশন।

পুজো আসতে আর মাত্র ছদিন বাকি। তারপরেই শুরু হয়ে যাবে বাঙালির সেরা উসব। পুজোর চারটে দিন কে কী পরবেন, কীভাবে নিজেকে অনন্য করে তুলবেন সকলের চোখে তা নিয়ে চলছে হাজারও জল্পনা কল্পনা। কোন কম্বিনেশনে তাক লাগানো যাবে তা নিয়ে ভাবনার শেষ নেই ছেলে- মেয়েদের। যাঁরা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি পুজোর সেরা কম্বিনেশন কি হবে তাঁদের জন্য রয়েছে ফ্যাশন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পলের স্পেশাল কিছু টিপস। সালওয়ার থেকে পালাজো, কুর্তি থেকে লং স্কার্ট বা চিরন্তনী শাড়ি, কোনটা উপযুক্ত সেটাই জানালেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার । তাঁর মতে, এবারের পুজোর ফ্যাশন ট্রেন্ড হ্যান্ডলুম । যে কোনও রকমের হ্যান্ডলুম ড্রেসই কেনার দিকে ঝোঁক বেশি সবার । ইন্ডিয়ান, ওয়েস্টার্ন, মেয়েদের শাড়ি এমনকী ছেলেদের কুর্তা সবকিছুতেই হ্যান্ডলুমের ছোঁয়া। বাজারেও ছেয়ে গেছে হ্যান্ডলুম ড্রেসে। বেশিরভাগ ড্রেসেই হ্যান্ডলুমের ছোঁয়া। মেয়েদের পোশাকের মধ্যে হ্যান্ডলুমের শাড়ি খুবিই ইন ফ্যাশন। এছাড়া ট্রাডিশনালের মধ্যে ইক্কত, পোচমপল্লির ডাকাডাকিও কম নয়। তবে অন্যবারের থেকে জর্জেটের শাড়ি তুলনামূলক ভাবে কম চলছে এবারের পুজোয়। এছাড়াও জাম্প শ্যুট, ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলের গাউন, ক্রপ টপ, বিভিন্ন ধরনের পলাজো. - বেশি ঘের, কম ঘের, স্ট্রেট পলাজো বেশ চলছে । সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলছে কেপরী । তবে পুজোয় অনেকেই বাঙালি ঐতিহ্য বজায় রাখতে চাইলেও শর্ট ড্রেসের চাহিদাও কম কিছু নয়। পোশাক তো কিনবেন তবে রং বাছবেনও খুব সাবধানে। অগ্নিমিত্রা পলের পরামর্শ যদি মেনে চলতে হয় তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গোলাপি ও লালের পাশাপাশি কমলা, টেরাকোটার মতো উজ্জ্বল রঙও এই পুজোয় মানানসই। প্রতিবারের মতো এবারেও এগুলোই চলছে বলেই জানান অগ্নিমিত্রা পল। পোশাকের সঙ্গে সাজ মানানসই না হলে কিন্তু সবই মাটি হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রেও মেনে চলা যেতেই পারে অগ্নিমিত্রার গাইডলাইন। তাঁর মতে, পুজোর দিনগুলিতে সকালে দিকে হালকা স্কিন কলার মেক আপই ভালো । এখন গরম রয়েছে তাই হালকা মেক আপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চুলটা স্টাইল করে বেঁধে নেওয়া যেতেই পারে। আর সন্ধেবেলার সাজ হবে ঠিক উল্টো । হেভি বা গ্ল্যামরাস মেক আপ ও সুন্দর হেয়ার স্টাইলেই মাত করে সকলের চোখে সেরার সেরা হয়ে উঠতে পরেন আপনিও। এবারের পুজো ট্রেন্ড এবং সাজ তো শেষ হল। কিন্তু বাঙালির সেরা উৎসবে খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনারের ঝুলিতে স্পেশাল কী কিছু আছে ? অবশ্যই আছে অগ্নিমিত্রা পলের কথায় 'মধুবনী, ইক্কত, প্রিন্টেড পোশাকই তাঁর কাজের বিশেষত্ব। এগুলোর মধ্যে শর্ট, লং ও জ্যাকেট মিলছে। ছেলেরাও বাদ যাচ্ছে না। ছেলেদের জন্য থাকছে কুর্তা ও ধুতি'। পুজোর সময় একটা দিন অন্তত ফ্যাশন সচেতন ছেলেদের পাঞ্জাবি, পাজামা পরার পরামর্শ দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পল। তাঁর মতে সারা বছরই তো ফর্মাল পরেন সবাই। পুজো বছরে চারটে দিনের জন্যই আসে। তাই, এই চারটে দিন পোশাকে আসুক বৈচিত্র্য। পোশাকে থাক একটু ট্রাডিশনালের ছোঁয়া।